দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

ড. আমিনুর বাউবির ভিসি ॥ ঢাবির প্রো-ভিসি হারুন অর রশিদ কোষাধ্যক্ষ মীজানুর

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. আর আই এম আমিনুর রশীদ নিয়োগ পেয়েছেন। আগামী রবিবার তিনি কর্মস্থলে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে তাকে টেলিফোনে ভিসি নিয়োগ করার কথা জানানো হয়েছে। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. আফম ইউসুফ হায়দারকে অব্যাহতি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদকে প্রো-ভিসি হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আবুল কালাম আজাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানকে কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। অধ্যাপক (১৫শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ ঢাবি প্রো-ভিসি [illegible]

ড. আমিনুর বাউবির

(১৬ পৃঃ পর)

হারুন অর রশিদ বলেন, আজকের মধ্যে তিনি নিয়োগের চিঠি পাবেন বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

অধ্যাপক ড. আর আই এম আমিনুর রশীদ ১৯৪৫ সালে হাওড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেয়ার পর তিনি ১৯৭৭ সালে ঐ বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি অধ্যাপক হন। ১৯৯৮-২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। একই সময় তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পালন করেন।

অধ্যাপক ড. আর আই এম আমিনুর রশীদ ২০০০ ও ২০০১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন।

বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ দ্বিতীয়বারের মত নির্বাচিত হয়ে বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পালন করছেন। একই সঙ্গে তিনি শিক্ষক সমিতির নির্বাচিত সদস্য। তিনি ২০০৭ সালের আগস্টের ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলনের ঘটনায় কারাবন্দি হন। দীর্ঘদিন কারাভোগ করার পর ২০০৮ সালে মুক্তি পান। অধ্যাপক মীজানুর রহমান ১৯৫৮ সালে কুমিল্লার হরিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৮২ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের প্রভাষক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৮৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন। ১৯৯৪ সালে তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর-১৯৯৯ সালে তিনি অধ্যাপক হন। এ সময় তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেন। বর্তমানে তিনি আওয়ামী যুবলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি। গত দুই বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে তিনি দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।